গ্রহতত্ত্ব

ব্যাটারী বিড়ম্বনা

আহাদ আলী চেয়ারম্যান দেখছি একটা সভা ডেকেছে। চলেন দেখি কি বলে।
সবাইকে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ খবর দিতে চাই!
PRESS
আমাদের ব্যাটারি কারখানা এলাকার উন্নয়ন করছে! আমরা এটা আরো বড় করতে চাই! এতে বড় কর্মসংস্থান হবে আর সবাই ধনী হবে! তাই বলছিলাম আপনাদের সবার কি মত?
বাহ, উদ্যোগ তো খারাপ না। এলাকার ছেলেপেলেরাও তো সেখানে কাজকর্ম করতে পারবে
অর্থনৈতিকভাবে যখন এলাকার উন্নয়ন হবে অবশ্যই সেটা সবার জন্যই ভালো।
এই এলাকার মানুষ যেন এলাকা থেকেই কাজ পায়। খুব ভালো, খুব ভালো।
ভালো তো বলছেন। কিন্তু ঐ কারখানার পাশেই মেথর পল্লী? ব্যাটারি কারখানা থেকে দূষণ বের হয়, সেজন্য মেথর পল্লীর সবার স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়েছে।
অ্যাঁ! আরে ভাই কী বলেন! আমরা ভালো ম্যাটেরিয়াল নিয়ে কাজ করবো। আর সব ধরনের সুরক্ষার ব্যবস্থা তো করবোই!
কোনো ঝুঁকি নাই! মানুষ যখন টাকাপয়সার দিক থেকে শক্তিশালী হবে তখন বাকি সব তো নস্যি!
এ ধরনের ব্যাটারি কারখানা, মানে যেসব থেকে রেডিয়েশন বেরোতে পারে এগুলো তো লোকালয়ের বাইরে গিয়ে তৈরি করার কথা। ঝুঁকি তো থেকেই যায়, এই ধরেন-
PRESS

উনি হচ্ছেন রহমান মোল্লা, এলাকার প্রাইমারী স্কুলের টিচার।
বাহ, ওনার সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে।
PRESS
দূর্যোগ নিয়ে তো তোমাদের পড়াবোই, তবে তার আগে কিছু বেসিক বিষয় জানা থাকা দরকার। তোমাদের পরিবেশ, জলবায়ু ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে ধারণা থাকা দরকার। এতে করে তোমরা আসল কারণটা সহজে বুঝবে।
তোমরা কেউ আমাকে বলতে পারবে পরিবেশ কী? কাকে বলে? কতো প্রকার? এর উপাদান কি?
বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ
মেহরাব বলো তো, পরিবেশ কি?
আমাদের চারপাশের যা কিছু তা নিয়েই আমাদের পরিবেশ। পরিবেশ দুই প্রকার।
তিথি বলো তো, দুই প্রকার পরিবেশ কি কি?
স্যার একটা হলো প্রাকৃতিক পরিবেশ, আরেকটা হলো সামাজিক পরিবেশ।
গুড! সায়েম বলো তো, প্রাকৃতিক পরিবেশ কি? এর উপাদান কি?
মালিহা বলো তো সামাজিক পরিবেশ কি?
কেউ বলো তো, আবহাওয়া কী? আর জলবায়ু কী?
প্রকৃতি নিজে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিটি জীবের সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে উপাদানগুলি তৈরি করেছে, সেই উপাদানগুলির সমষ্টিকে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলে।
স্যার সমাজে বসবাসরত মানুষের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে এমনসব উপাদানর যেমন- জনসংখ্যা, শিক্ষা ব্যবস্থা, বেকারত্ব, জাতীয়তা, রীতিনীতি প্রভৃতি সমষ্টি হল সামাজিক পরিবেশ।
আবহাওয়া প্রতিদিনের তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাতের ক্রিয়াকলাপকে বোঝায়। জলবায়ু দীর্ঘ সময়ের জন্য বায়ুমণ্ডলীয় গড় অবস্থা বোঝায়

পরিবেশ
হলো আমাদের চারপাশের সবকিছু নিয়ে গঠিত, দুই ধরনের পরিবেশ আছে। তার মধ্যে সামাজিক পরিবেশের কাজকর্ম দ্বারা প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রভাবিত হয়।
কীভাবে?
আবহাওয়া ও জলবায়ু নিয়ে তোমরা জেনেছো। জলবায়ু একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর পরিবর্তন হয়।
এইটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, কিন্তু যখন আমাদের মানুষদের কাজকর্মের জন্য সেই প্রভাবে জলবায়ু পরিবর্তন হয় সেটা প্রাকৃতিক কোনো ঘটনা নয় এবং এইটা আমাদের জন্য ক্ষতিকর।
ক্ষতিকর
কারণ প্রকৃতির একটি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে, সেই নিয়মেই প্রকৃতি চলে। রোদ পড়ে, গরম আসে, বৃষ্টি হয়, শীত আসে। কিন্তু যখন আমাদের মানুষদের কাজকর্মের জন্য প্রকৃতির উপর প্রভাব পড়ে তখন প্রকৃতির এই নিয়মগুলো বদলে যেতে থাকে এবং সেখানে একটি অনিয়ম তৈরি হয়।

প্রকৃতির নিয়মেই কিছু কিছু দূর্যোগ আসে, যেমন বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস আরো অনেক কিছু। কিন্তু যখন আমরা অনিয়ম করে ফেলি তখন প্রাকৃতিক দূর্যোগের বাইরেও বেশ কিছু মানবসৃষ্ট দূর্যোগ আসে। তখন আমরা দিশেহারা হয়ে যাই। মনে আছে তোমাদের গত দুই মাস আগে যে সাতক্ষীরাতে বাঁধ ভেঙে গেলো প্রবল বন্যায়? এরপর সুনামগঞ্জে খুব ভয়ানক বন্যা হলো? গুলোর সাথে তোমরা পরিচিত, আমাদের দেশে বন্যা, জলোচ্ছ্বাস এগুলোই বেশি হয়। জলবায়ু পরিবর্তনে এই যে মানুষের প্রভাব, তার জন্য এগুলো বেশি বেশি ঘটছে। এর সাথে আরো আছে-
ঢং!
ঢং!

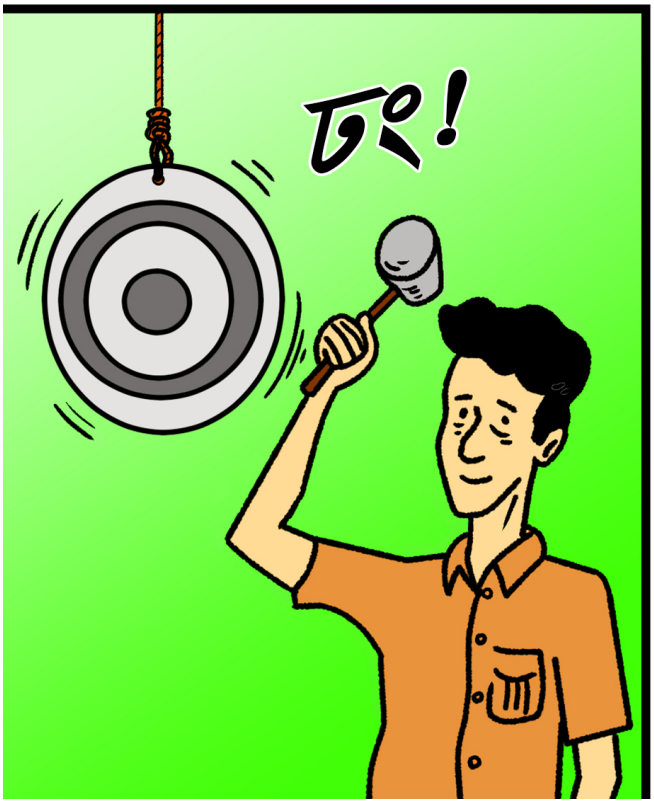
ঢং!

ক্লাস টাইম তো শেষ, তোমরা চাইলে নেক্সট ক্লাসে এগুলো নিয়ে আমরা আরো জানবো। সবাই ভালো থাকো!

ইন্টারনেট রুম-এ
উন্নত বিশ্ব বিভিন্ন অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কারখানা গড়ছে, প্রচুর জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করছে। বিলাসী জীবনযাপনের জন্য সেখান থেকে প্রচুর কার্বন নিঃসরণ হচ্ছে , যার জন্য পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে।
পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে বলে মেরুর বরফ গলছে, অনেক জীব বৈচিত্র ধ্বংস হচ্ছে।
সমুদ্রের উচ্চতা বাড়ছে, সম্ভাবনা আছে এসব কারণে অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের অনেক এলাকা ২০৫০সালের মধ্যে ডুবে যাবে।
এই কিশোরীর নাম গ্রেটা থুনবার্গ!
আমাদের মতই মতোন এরকম স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা এখন উন্নত বিশ্বের নেতাদের এইসব প্রশ্ন করছে।
মেয়েটার বয়স ১৬ বছর, সুইডেন থেকে ও জলবায় নিয়ে কাজ করছে।
ওর মতো শিশু-কিশোররা সারা বিশ্বে এখন জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আওয়াজ তুলছে।
School strike for
এই! আমি গতকাল আমার চেয়ারম্যান চাচার কাছে শুনলাম আমাদের এলাকার ব্যাটারি কারখানাটা সে আরো বড় করবে, সেখান থেকে এখনই এলাকাতে দূষণ ছড়াচ্ছে, রেডিয়েশন বাড়ছে।
এক মিনিট, কিন্তু ব্যাটারি কারখানা থেকে তো প্রচুর ছোটো ছোটো কণা বেরোবে, বায়ু দূষণ হবে, এমনকি ইউজড ব্যাটারি থেকে রেডিয়েশনও আসবে। সেগুলো তো আশেপাশের মানুষের জন্য খারাপ। আর মেথর পল্লীতে প্রচুর বাচ্চাকাচ্চা আছে, ওদের জন্য তো এগুলো মারাত্মক ক্ষতিকর। এইটা কীভাবে হতে দিচ্ছে ওরা?
আমরা প্ল্যাকার্ড নিয়ে চল চেয়ারম্যানের অফিসের সামনে যাই। সেখানে প্রতিবাদ করি, এই কারখানা হতে দেওয়া যাবে না!
তাহলে চল সবাই মিলে প্ল্যান করি
কি লিখবো, কবে যাবো সবকিছু ঠিক করি।
হ্যাঁ সবাই মতামত দে!

অনেক কষ্ট হচ্ছে রে, তবে আমাদের ভবিষ্যতের জন্য যুদ্ধে নেমেছি, কষ্ট তো করতেই হবে।
আমাদের প্রতিবাদের ভাষা চেয়ারম্যান আর বড়দের কানে পৌঁছাতেই হবে!
ম্যাও! ম্যাও!
সাহস কত ওদের!

হ্যাঁ হাঃ হ্যাআ হ্যাহ! তারপরে আমি ওদের বলেছি আমি নিরাপদ ভাবে ব্যাটারী বানাব, কারো কোন ক্ষতি হবে না...
দরজার বাইরে কি হচ্ছেটা কি?
অ্যাঁহ!
আমাদের ভবিষ্যৎ ডুবে যেতে দেবো না
দ্বিতীয় কোনো পৃথিবী নেই তাই, এই পৃথিবী বাঁচানো চাই!
ব্যাটারি কারখানা বন্ধ করতে হবে
আমাদের ভবিষ্যৎ ডুবে যেতে দেবো না
যে কারখানা অসুখ আনে, সে কারখানা চাই না
যে কারখানা অসুখ আনে, সে কারখানা চাই না

আরে তোমরা বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ে এখানে রোদের মধ্যে দাঁড়ায়ে আছো কেনো? কি ধরে আছো হাতে এইসব?
একটা কারখানা হলে সবার সুবিধা। সবার হাতে টাকা পয়সা আসবে! বড়রা কত খুশী হবে!
আপনারা তো বলেছিলেন উন্নয়ন হবে, এই বুঝি উন্নয়ন? এতো মানুষ অসুস্থ হচ্ছে!
কারখানা
টাকা দিয়ে কি করবো যদি সব টাকা চিকিৎসার পেছনেই চলে যায়!?

একি বড়রাও দেখি এই ছোটদের সাথে গাঁট বেধেছে। একি, এ আবার কে এলো!?
ভ্রুম
ভ্রুম
ভ্রুম
আহাদ আলী চেয়ারম্যান, আমি সরকার এর পক্ষ থেকে আপনাকে লিগ্যাল নোটিশ দিতে এসেছি।
নিয়ম অনুযায়ী আপনি আবাসিক এলাকার পাশে ক্ষতিকর কারখানা তৈরী করতে পারেন না।
আর আগামী মাসের প্রথম সোমবার আপনাকে কোর্টে হাজির হতে হবে কারন দেখাতে যে আপনি জেনে শুনে কেন পরিবেশ এবং পরিজনের ক্ষতি করেছেন।
অ্যাঁ
আপনাকে আপনার ব্যাটারী কারখানা বন্ধ করতে হবে

ইক!
বাক-বাক
-বাকুম!
একি!
এই দুঃসময়ে এই
কবুতর আমার উপর
"কাজ" করে
দিল!
হেঃ হেঃ
হাঃ হাঃ দেখ তোমরা,
এমনকি প্রকৃতিও
চেয়ারম্যান কাকার উপর
প্রতিশোধ নিচ্ছে!
ধুর! শিশুদের ভবিষ্যৎ
চিন্তা না করে এই ফ্যাক্টরী
বন্ধই করে দিব। এই ছিড়ে
ফেললাম ফ্যাক্টরীর সব
পরিকল্পনা।
হুররে!
শেষ